জানার জন্য কুরআন পড়ুন
মানার জন্য কুরআন পড়ুন

READ THE QUR'AN TO KNOW
READ THE QUR'AN TO FOLLOW

আবদুস শহীদ নাসিম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জানার জন্য কুরআন পড়ুন
মানার জন্য কুরআন পড়ুন

READ THE QUR'AN TO KNOW
READ THE QUR'AN TO FOLLOW

আবদুস শহীদ নাসিম

আল কুরআন সম্পর্কে আল কুরআন

- এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়।...এটি সন্দেহাতীত, নিখিল বিশ্বের অধিকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। - সূরা ১০ ইউনুস ঃ ৩৭
- এ (কুরআন) হলো আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশ। - সূরা ৩৯ যুমার ঃ ২৩
- রমযান মাসে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন মানব জাতির জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে। আর এ গ্রন্থ এমন অকাট্য ও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কার করে দেয়। - সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৮৫
- এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল-সঠিক ও স্থায়ী। যেসব মুমিন এর ভিত্তিতে সঠিক কাজ করে, এ কুরআন তাদেরকে বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়। - সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল ঃ ৯
- আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব। যারা তাঁর সন্তুষ্টি চায়, এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাদের দেখিয়ে দেন শান্তি ও নিরাপত্তার পথ, নিজ ইচ্ছায় তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে এবং তাদের নির্দেশিকা প্রদান করেন সরল - সঠিক পথের। - সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ১৫-১৬
- আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী, তা এমন এক গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন বিষয় পুন পুন আলোচনা হয়েছে, তবু তা নিখাঁদ ভারসাম্যপূর্ণ। যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ গ্রন্থ পাঠে তাদের লোম শিউরে উঠে। অতপর আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে যায়। - সূরা ৩৯ যুমার ঃ ২৩
- আমি আল কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? - সূরা ৫৪ আল ক্বামার ঃ ৪০

আল কুরআন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

- তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিখে এবং শিখায়। -বুখারি
- তোমরা কুরআন পড়ো, কুরআনের সাথি হও। কি'আমতের দিন কুরআন তার সাথিদের পক্ষে সুপারিশকারী হয়ে আসবে। - সহীহ মুসলিম
- কিয়ামতের দিন কুরআন বান্দার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সুপারিশ করবে। -মিশকাত
- পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কুরআনকে সাথি বানিয়েছে, আখিরাতে তাকে বলা হবে, পড়ো এবং উপরে উঠো। - তিরমিযি
- সকল বাণীর উপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সেরকম, যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব। - তিরমিযি
- কুরআন আল্লাহর মজবুত রশি, বিজ্ঞান সম্মত উপদেশ এবং সরল সঠিক পথ। - তিরমিযি
- কুরআনের আহবান ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো, অবশ্যি তোমরা সাফল্য লাভ করবে। - বায়হাকি
- কুরআনের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস সাথে নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না। - হাকিম
- কুরআন একটি রশি। এর এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের মাঝে। তোমরা এ রশিকে শক্ত করে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা, ধ্বংস হবেনা কখনো। - ইবনে আবি শাইবা

মানবতার মুক্তির পথ আল কুরআন

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, অধিকার কোনো কিছুতেই কেউ অংশীদার নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীসহ গোটা মহাবিশ্বের তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রভু, প্রতিপালক, শাসক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁর ক্ষমতার কাছে সবাই এবং সব কিছুই অসহায়। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁর সন্তুষ্টিই মুক্তির একমাত্র উপায়।

মৃত্যুর পর তিনি সব মানুষকে পূণরায় জীবিত করবেন। মানুষের বিচার করবেন। বিচারে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলেছে বলে প্রমানিত হবে, তিনি তাদের বসবাসের জন্যে দান করবেন অফুরন্ত সুখের সামগ্রীর সুসজ্জিত জান্নাত। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন, চিরকাল।

বিচারে যারা তাঁর সন্তুষ্টি মাফিক জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে, তাদের তিনি নিক্ষেপ করবেন কঠিন শাস্তির দুঃখময় জাহান্নামে।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আখেরি রসূল। তাঁর মাধ্যমে তিনি নাযিল করেছেন মানবতার মুক্তির নির্দেশিকা আল কুরআন। এ গ্রন্থে তিনি বাত্‌লে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথ এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায়। কুরআনের ভিত্তিতে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হয় এবং কিভাবে তাঁর নারাজি ও অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হয়, তা নিজ জীবনে পূংখানুপূংখরূপে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আল্লাহর পথে চলার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক কাজ করার নিখুঁত ও পূর্ণাংগ মডেল।

তাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী আল কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে পার্থিব জীবনের সার্বিক সুখ, শান্তি ও কল্যাণ আর পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্য। এটাই মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের শাশ্বত উপায়।

আল কুরআন জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান

আল কুরআন মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবন যাপনের বিধান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এটি আগা গোড়া এবং অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী। এতে কোনো প্রকার শোবা সন্দেহ নেই। এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি খবর, প্রতিটি ভবিষ্যত বাণী এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা অকাট্য সত্য।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই। গত দেড় হাজার বছরে কেউ আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। যে-ই এসেছে চ্যালেঞ্জ করতে, সে-ই হয়েছে কুপোকাত। আল কুরআন মানব জাতির প্রতি বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুগ্রহ। এ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দেয়া নির্ভুল পথ নির্দেশ ও শাশ্বত জীবন বিধান।

মানুষের ভালো মন্দের মাপকাঠি

এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ? কোন্‌টা মানুষের কল্যাণের পথ আর কোন্‌টা অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে তার ক্ষতি? কোন্‌টা মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোন্‌টা মুক্তির? কোন্‌টি শাস্তির পথ আর কোন্‌টি পুরস্কারের? কোন্‌টি মানুষের স্রষ্টা মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ আর কোন্টি তাঁর অন্তুষ্টির?-কুরআনের সব কথা এই লক্ষ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধান ও হুকুম জানাবার জন্যে তিনি এক সুন্দর অনুপম নিয়ম করেছেন। সেই মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কিছু লোককে নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। এই নবী রসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ এবং তাঁর হুকুম ও বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আল্লাহ পৃথিবীতে আর কোনো নবী পাঠাবেননা। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন।

আল কুরআন মানুষকে আল্লাহর পথ দেখায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখায়। জান্নাতের পথ দেখায়। এ কিতাব জীবনের সকল ব্যাপারে সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ ও লাভ ক্ষতির কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়। এই মহা গ্রন্থই মানুষের জন্যে সত্য মিথ্যা ও ভালো মন্দের মাপকাঠি।

আল কুরআনই আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়, রিসালাতের মর্যাদা, পরকালীন জবাবদিহিতা এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানবার মূল সূত্র। এ কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে। লাভ করতে পারে সত্য সঠিক জীবন বিধান। আজো বিশ্বের সমস্যা নিপীড়িত ও শান্তির অন্বেষী মানবতাকে এ কিতাবই দিতে পারে সুখ শান্তি ও মুক্তির দিশা।

শিখা অনির্বাণ

এ মহাগ্রন্থে বিষয় বস্তুর গ্রন্থনা এমন অভিনব পন্থায় করা হয়েছে যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, সুরের সহৃদয় মুর্ছনায়, ছন্দের সাবলীল সম্মোহনে আর বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী আবেদনে পাঠককে ধাবিত করে এক অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে। আলোচ্য বিষয়ের পুনরুক্তি ও প্রতিধ্বনিতে এখানে পাঠক কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েনা। গোটা গ্রন্থ বিস্ময়কর বর্ণনা ভঙ্গিতে বাঙময়। পাঠকের সংকীর্ণ হৃদয়ের দুয়ার খুলে তাকে প্রসারিত করে দেয় বিশ্বময়। এখানে প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হযেছে যে, তা ভোলা যায় না, ভুল হয় না, বার বার শুধু দোলা দেয় পাঠকের হৃদয়ে। প্রতিটি কথাই যেনো সদ্যজাত, অথচ চিরন্তন, চির শাশ্বত। এ এমন আলোকবর্তিকা, যা সত্যকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করে দিয়ে দিবালোকের মতো জ্যোতির্ময় করে তোলে। দুঃখ বেদনায় মর্মপীড়িত মুমিনের হৃদয়কে সিক্ত করে তোলে প্রশান্তির দুর্নিবার

ফল্গুধারায়। এ কিতাব শিখা অনির্বাণ, শারাবান তহুরা। একবার যে এ কিতাবের অমৃত সুধায় সিক্ত করে নিজের হৃদয়, মৃত্যুঞ্জয়ী সাফল্য চুম্বন করে তার পদযুগল।

আসুন কুরআন পড়ুন

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক মানুষই এ কিতাবের মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত নন। এমনকি মুসলিম সমাজের অবস্থাও করূণ। অনেকেই কুরআন মজীদ পড়তে পারেন, কিন্তু এর মর্ম বুঝতে পারেননা। আবার অনেকেই কুরআন মজীদ পড়তেও শিখেননি। অথচ আল কুরআনই হলো মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত বা জীবন পরিচালনার নির্দেশিকা।

আপনি পুরুষ হোন কিংবা মহিলা, আপনার কাজের জন্যে আপনাকে একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহর কাছে জবাবদেহী করতে হবে। তাই আপনাকে আহবান জানাচ্ছি, আপনি যে কোনো দৃষ্টিভংগিই পোষণ করুন না কেন, একবার আল কুরআন পড়ে দেখুন। মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করুন। আপনার বিবেক, নিরপেক্ষ মন আর মানবিক যুক্তি যদি এ মহাগ্রন্থকে গ্রহণ করে, তবে আসুন, আপনি এ গ্রন্থকে আকঁড়ে ধরুণ। বিবেক ও যুক্তিকে সম্মান দিন।

আপনি তো কতো গ্রন্থ, কতো বই-পুস্তকই পড়ে থাকেন। সকল বই-পত্রের মতো আল কুরআন পড়বার অধিকারও আপনার আছে। আপনি কেন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত এই মহা গ্রন্থকে উপেক্ষা করছেন? এর ফলে কি আপনি একটি বিরাট জিনিস হারাচ্ছেন না? আপনি সব ব্যাপারেই সক্রীয় হতে পারলে কুরআন পাঠের ব্যাপারে কেন সক্রীয় হতে পারবেন না?

তাই আসুন, কুরাআন পড়ুন এবং কুরআনের সত্যতা অকাট্যতা ও গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কে বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। বিবেক যদি এটিকে গ্রহণ করে, তবে আপনার পক্ষে বিবেকের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে?

কুরআন বুঝুন এবং মেনে চলুন

পৃথিবীতে যতো বই পুস্তক ও গ্রন্থই লেখা হয়, সেটা যেকোনো বিষয়েই লেখা হয়ে থাকনা কেন, হোক তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হোক সমাজ বিজ্ঞান, হোক আইন-কানুন, কিংবা হোক তা অন্য কোনো বিষয়ের, তা মূলত লেখা হয়ে থাকে অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্যে। ব্যক্তিগত চিঠি থেকে আরম্ভ করে পত্র পত্রিকা পর্যন্ত সবকিছু থেকেই মানুষ তথ্য, তত্ত্ব, উপদেশ, সতর্কতা, কর্মনীতি, কর্মপন্থা ও নির্দেশিকা গ্রহণ করে।

আর আল কুরআন হলো মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী। এ বাণীতে তিনি গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের হিদায়ত বা নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। সুতরাং মানুষের উচিত দুনিয়ার যে কোনো বই পুস্তক ও গ্রন্থের চাইতে আল কুরআনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং অপরিহার্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করে পাঠ করা, শিখা, বুঝা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা। সেই সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। এ গ্রন্থে প্রদত্ত নির্দেশিকার আলোকে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে সর্বত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়া। ব্যাপকভাবে কুরআন শিখা ও শিক্ষাদানের আয়োজন করা এবং কুরআন চর্চার আন্দোলন গড়ে তোলা। আপনার বিবেক কি এই অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারবে?

কোনো বিষয়কে যেমন না বুঝে প্রত্যাখ্যান করা যায়না। তেমনি কোনো বিষয়কে না বুঝে ঠিক মতো জানা এবং মানাও যায়না। কেউ যদি কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে এবং এ গ্রন্থকে মানতে ও অনুসরণ করতে না চান, সেক্ষেত্রে যুক্তি বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি হলো, গ্রন্থটি পড়ে এবং বুঝে যুক্তির ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, কেন তিনি এটিকে মানবেন না? না পড়ে, না বুঝে অন্ধতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো গ্রন্থকে প্রত্যাখান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অপর দিকে যারা আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন এবং কুরআনকে মানতে ও অনুসরণ করতে চান, সে ক্ষেত্রেও তাদেরকে অবশ্যি কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে কুরআনের হুকুম-বিধান ও নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেমন কম্পিউটার অপারেশনের পদ্ধতি না জেনে কম্পিউটার চালনা করা সম্ভব হতে পারেনা, ঠিক তেমনি কুরআনকে মানা ও অনুসরণ করার জন্যে কুরআন জানা ও বুঝা অপরিহার্য।

তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এ কাজ অবশ্যি একটি অপরিহার্য কাজ। তাই কুরআন শিখা ও শিক্ষাদান তথা কুরআন চর্চার আন্দোলনে আপনিও শরীক হোন।

আপনার কাছে আমাদের আহবান হলো, আপনি যেখানেই থাকুন, যে এলাকায়ই থাকুন, আপনি যদি ঃ

১. আল কুরআনকে বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ ও সুরক্ষিত কিতাব বলে বিশ্বাস করে থাকেন,

২. কুরআনকে মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তাবারুক ওয়া তা'আলার প্রদত্ত গাইড বুক বা নির্দেশিকা বলে মেনে নিয়ে থাকেন,
৩. কুরআনকে মানবতার সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণ, মুক্তি ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি বলে মেনে নিয়ে থাকেন,

তবে আসুন, কুরআনকে আকঁড়ে ধরুন। জানার জন্য কুরআন পড়ুন, মানার জন্য কুরআন পড়ুন। আল কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা) -এর জীবনাদর্শ ও জীবন যাপন পদ্ধতিকে কুরআনের বাস্তব মডেল ও ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করুন। কুরআন বুঝবার ও মেনে চলবার অংগীকার করুণ। অন্যদের কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করবার এবং কুরআন বুঝাবার চেষ্টা করুন।

কুরআন বুঝার উপায় কি ?

কিন্তু কুরআন বুঝার উপায় কি? কিভাবে সহজ সরল উপায়ে সঠিকভাবে কুরআন বুঝা সম্ভব? হ্যাঁ, অন্য যেকোনো গ্রন্থ বুঝা ও উপলব্ধি করার জন্যে আপনি যে পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রেও সে পন্থা অবলম্বন করুন। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায়। এটি বাংলাভাষীদের জন্যে একটি বিদেশী ভাষা। আমাদের দেশের অসংখ্য শিক্ষিত মানুষ বিদেশী ভাষায় লিখিত বই পুস্তক এবং পত্র পত্রিকা পড়ে থাকেন। অনেকেই বিদেশী ভাষায় অফিস আদালত পরিচালনা করেন। অর্থাৎ সামাজিক ও বৈষয়িক কার্যক্রম জানা বুঝা ও পরিচালনার জন্যেই আপনি বিদেশী ভাষা শিখেছেন।

কিন্তু কুরআন তো আপনার স্রষ্টা, মালিক, মনিব ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব বুঝা ও অনুধাবন করা আপনার জীবনের অন্য যে কোনো বিষয় বুঝার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কিতাবের নির্দেশাবলী জানা ও মানার উপরই তো নির্ভর করছে আপনার পার্থিব জীবনে সঠিক পথ লাভ এবং পরকালীন অনন্ত জীবনে মুক্তি ও সাফল্য লাভ।

তাই আপনি কুরআনের ভাষা শিখার সিদ্ধান্ত নিন। কোনো ভাষা শিখার জন্যে বয়েস কোনো বাধা নয়। প্রয়োজন হলো গুরুত্ব অনুভব করার এবং আল্লাহর নির্দেশাবলী জানা ও হিদায়াত লাভ করার তীব্র আকাংখার। সেই সাথে প্রয়োজন এ জন্যে একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেবার।

তবে কুরআন বুঝার জন্যে আরবি শিখতেই হবে, এটা অপরিহার্য নয়। আল হামদুলিল্লাহ, বাংলা ভাষায় কুরআনের অনেক ক'টি অনুবাদ ও তফসীর প্রকাশ হয়েছে। আপনি কুরআন বুঝার জন্যে এসব গ্রন্থের সাহায্য নিন।

তফসীর পড়ে কুরআন বুঝুন

কুরআন মজীদ বুঝা ও হৃদয়ংগম করার জন্যে তফসীর পড়া জরুরি। কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ সেই প্রাথমিক যুগ থেকে এ যাবত বহু তফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যিনি কুরআনের তফসীর করেন বা লিখেন, তাঁকে বলা হয় মুফাস্‌সির। মুফাস্‌সিরগণ কুরআনের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন, হাদীস ও সুন্নতে রসূলের আলোকে ব্যাখা করেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাণী ও আছারের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তফসীরের সাহায্যেই কুরআন বুঝা সহজ।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিস্কারের ফলে কুরআনে বর্ণিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান সহ বহু বিষয়ে মানুষ এখন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করছে। কুরআনের এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা ও মর্ম উপলব্ধি করছে। আধুনিক কালে যারা কুরআনের তফসীর লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য ও বাস্তবতাকে আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অকাট্য সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে আধুনিক শিক্ষিতদের জন্যে এসব তফসীরের মাধ্যমে কুরআন বুঝা আরো সহজ হয়ে উঠেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই কুরআনের সর্বাধিক তফসীর লেখা হয়েছে আরবি ভাষায়। তাছাড়া উর্দূ, ইংরেজি, ফার্সি, বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তফসীর লেখা হয়েছে। আমাদের ভাষা বাংলা। আমাদের অধিকাংশ লোকই শুধু বাংলা ভাষা বুঝেন। আলহামদুলিল্লাহ, এ যাবত আরবি ও উর্দূ থেকে বহু তফসীর বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে।

যারা বাংলা তফসীর পড়তে চান, তাদের জন্য পরামর্শ হলো, আপনি প্রথমত বাংলায় অনূদিত নিম্নোক্ত তফসীর গুলোর কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয়ে নিন ঃ

১. তফসীরে তাবারি - মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত তাবারি (আরবি থেকে অনুবাদ)।
২. তাফহীমুল কুরআন - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।
৩. ফী যিলালি কুরআন - সাইয়েদ কুতুব শহীদ (আরবি থেকে অনুবাদ)।
৪. তফসীরে ইবনে কাসীর - ইসমাঈল ইবনে কাসীর (আরবি থেকে অনুবাদ)।
৫. তফসীরে উসমানি - সাব্বীর আহমদ উসমানি (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।
৬. মা'আরিফুল কুরআন - মুহাম্মদ শফি (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।
৭. বয়ানুল কুরআন বা তফসীরে আশরাফি - আশরাফ আলী থানবি (উর্দূ থেকে)।

যারা সরাসরি আরবি, উর্দূ ও ইংরেজি তফসীর পড়তে চান, তাদের জন্যে উপরোক্ত তফসীরগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি তফসীর পড়ার পরামর্শ রইলো। সেগুলো হলো ঃ

৮. রুহুল মু'আনি (তফসীরে আলুসি) - শিহাবুদ্দীন আলুসি (আরবি)।
৯. আহকামুল কুরআন - আহমদ ইবনে আলী আল জাস্‌সাস (আরবি)।
১০. সফওয়াতুত তাফাসীর - মুহাম্মদ আলী আসসাবূনী (আরবি)।
১১. তাদাব্বুরে কুরআন - আমীন আহসান ইসলাহী (উর্দূ)।
12. The Holy Qur'an - A. Yusuf Ali (English)
13. The Noble Qur'an - Dr. Muhammad Taqi ud Din Al Hilali &
- Dr. Muhmmad Muhsin khan
(শেষোক্ত দুটি মদীনাস্থ বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।)

আপনি এই তফসীরগুলো থেকে কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয়ে নিন। আপনি যদি ভালো ভাবে কুরআন বুঝতে চান, অথবা আপনি যদি কোথাও কুরআন ক্লাশ পরিচালনা করেন, কিংবা দরসে কুরআন বা তফসীর পেশ করেন, তবে একই সাথে তিনটি তফসীর পড়ুন। এতে করে আপনি যে অংশ পড়বেন তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। ক্রমান্বয়ে সবগুলো তফসীর পড়ে নিতে পারলে খুবই উপকৃত হবেন।

উপরের ১৩ টি তফসীরকে আমরা তফসীরের রীতির দিক থেকে তিন গ্রুপে ভাগ করতে পারি। আপনি তিনটি তফসীর পড়তে চাইলে উপরের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী তিন গ্রুপ থেকে তিনটি বাছাই করুন ঃ

গ্রুপ-এক ঃ ২, ৩, ৮, ১১	গ্রুপ-দুই ঃ ১, ৪, ১২, ১৩	গ্রুপ-তিন ঃ ৫, ৬, ৭, ১০

আপনার পাঠ্য গ্রন্থ প্রথম গ্রুপ থেকে বাছাই করলে অধিক উপকৃত হবেন। কারণ এগুলো সমৃদ্ধতর। বাকি দুই গ্রুপের তফসীর পড়বেন সহায়ক হিসেবে। ৯ম তফসীরটি বিধান সংক্রান্ত তফসীর। প্রয়োজনে সেটা আলাদাভাবে পড়ে নেবেন। এগুলো হলো আমাদের পরামর্শ। আপনি এর বাইরেও যে কোনো ভালো তফসীর পড়তে পারেন। কুরআনের শুধু মাত্র অনুবাদ জানার জন্যে পড়ুন ঃ

১. কুরআনুল করীম ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২. তরজমায়ে কুরআন মজীদ ঃ আধুনিক প্রকাশনী।
3. The Noble Qur'an : (উপরের তফসীরের তালিকায় ১৩ নং)।

আরো কয়েকটি বইয়ের সাহায্য নিন

যারা আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং বাস্তবতাও জানতে চান, তারা ২নম্বর তফসীর দ্বারা উপকৃত হবেন। তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বইগুলো পড়ে নিতে পারেনঃ

1. Scientific Indications in the Holy Quran.
(Prepared and Published by : Islamic Foundation Bangladesh)

2. The Bible, The Quran and Science : Dr Maurice Bucaille
('বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' নামে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে)

৩. কোরআনে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ গোলাম মুয়ায্যম।

বাংলা ভাষায় সহজ ভাবে কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বই পড়ে নিলে আপনি দারুণ উপকৃত হবেন। এগুলো থেকে আপনি আল কুরআন সর্ম্পকে মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। লাভ করতে পারবেন কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা। এগলো কুরআন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেবে। সে বই গুলো হলো ঃ

১. কুরআনের মর্মকথা (এটি মূলত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' -এর ভূমিকা। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।
২. আল কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য ঃ সাইয়েদ কুতুব।
৩. কুরআন বুঝা সহজ ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম।
৪. আল কুরআন আত তাফসীর ঃ আবদুস শহীদ নাসিম।
৫. কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি ঃ শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবি।

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নবীগণের জীবনী গ্রন্থ অধ্যয়ণ খুবই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ পড়ে নেয়া একান্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো পড়ে নিতে পারেন ঃ

১. সীরাতে ইবনে হিশাম অথবা সীরাতে ইবনে ইসহাক।
২. সীরাতুন নবী ঃ শিবলি নুমানি।
৩. সীরাতে সরওয়ারে আলম ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
৪. নবীদের সংগ্রামী জীবন ঃ আবদুস শহীদ নাসিম।
(এ গ্রন্থে কুরআনে বর্ণিত ২৪ জন নবীর জীবনী কুরআনের আলোকে লেখা হয়েছে।)
৫. রসূলুল্লাহ্‌র বিপ্লবী জীবন ঃ আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই।
৬. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ ঃ নঈম সিদ্দীকী।

আরো দুটি গ্রন্থ আপনার সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। এর একটি হলো ঃ

'আল মুজাম আল মুফাহ্‌হারাস লিআলফাজিল কুরআনিল কারীম'

কুরআন মজীদের যে কোনো আয়াত বা শব্দ, সেটি কুরআনের কোন্ সূরার এবং কত নম্বর সূরার কত নম্বর আয়াতে রয়েছে -এ গ্রন্থ দ্বারা আপনি নিমিষেই তা বের করতে পারবেন। অর্থাৎ এ গ্রন্থটি কুরআনের যে কোনো আয়াত বা শব্দ বের

করার 'চাবিকাঠি'। এটি মধ্য প্রাচ্যের যে কোনো আরব দেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এটি তৈরি করছেন ফুয়াদ আবদুল বাকী।
আর দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি আপনার কাছে থাকা দরকার সেটি হলো ঃ

'তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা'।

এ গ্রন্থটি হলো, যে কোনো বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য অর্থাৎ বিষয়টি কুরআনের কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াতে আছে, তা বের করার 'চাবিকাঠি'। সেই সাথে বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল করআন' থেকে বিষয়টির তফসীর বা ব্যাখ্যাও বের করতে পারবেন। এটি প্রকাশ করেছে ঢাকাস্থ শতাব্দী প্রকাশনী।

শুনে কুরআন বুঝুন

কুরআন বুঝার আরেকটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো শুনে বুঝা। দুনিয়ার সব বিষয় বুঝার জন্যেই মানুষ একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে। শিক্ষকের সাহায্য এবং নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ শিখে থাকে। শিক্ষকের সাহায্য আনুষ্ঠানিক ভাবেও নেয়া যায়, উপ আনুষ্ঠানিকভাবেও নেয়া যায়, আর নেয়া যায় অনানুষ্ঠানিক ভাবেও। সাহাবায়ে কিরাম রা. রসূল সা.-এর নিকট থেকে শুনেই কুরআন শিখেছেন। রসূল সা. ছিলেন তাঁদের শিক্ষক। যারা নিরক্ষর তাদের তো শুনেই কুরআন বুঝতে হবে। বুঝার চেষ্টা করাকে তারাও অবহেলা করতে পারেননা। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নিজেরা সরাসরি পড়ার সাথে সাথে যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন এমন লোকদের নিকট থেকেও কুরআনের অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা শুনা বুঝা শিখা প্রয়োজন। তবেই তাদের কুরআন বুঝা ও শিখাটা হবে যথার্থ ও পূর্নাংগ।

আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের আল কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম বুঝার সুযোগ খুব কমই আছে। তাই কুরআনের পতাকাবাহীরা সরাদেশেই বিভিন্ন উদ্যোগে 'কুরআন ক্লাশ', 'দরসে কুরআন' এবং 'তফসীরুল কুরআন' আলোচনার আয়োজন করে। কুরআন শিখা ও কুরআনের মর্ম বুঝার এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষিত এবং নিরক্ষর, নারী এবং পুরুষ সকলেরই যোগদান করা কর্তব্য। কিশোর, তরুণ ও যুবকদেরও এসব অনুষ্ঠানে ব্যাপক ভাবে যোগদান করা এবং করানো উচিত।

তাছাড়া যার যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই কুরআন ক্লাশ, দরসে কুরআন এবং তাফসীরুল কুরআনের আয়োজন করা প্রয়োজন। যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের এসব প্রোগ্রাম চালানো এবং আলোচনা পেশ করা উচিত।

কুরআন ক্লাশ চালু করুন

'কুরআন ক্লাশ' মানে আল কুরআনের অর্থ-ব্যাখ্যা-তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার ক্লাশ। এ ক্লাশ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠিত হওয়াই উত্তম। আল কুরআন সম্পর্কে উৎসাহী এবং জানা শুনা আছে, এমন কেউ কুরআন ক্লাশের পরিচালক হবেন। ক্লাশের স্থান বা এলাকা নির্ধারিত থাকবে। এ ক্লাশে আল কুরআনের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে এবং এভাবে কুরআন মজীদ শেষ করার জন্যে সময় ও ক্লাশের একটি টারগেটও নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে আমপারাটা আগে শেষ করে নিয়ে প্রথম থেকে শুরু করলে বেশি ভালো হয়।

ক্লাশে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারীগণ নির্ধারিত অংশের উপর পড়াশুনা করে আসবেন এবং পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা জেনে নেবেন। ক্লাশ পরিচালক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন, অন্যদেরকেও বলার সুযোগ দেবেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। প্রত্যেক ক্লাশেই নিজেদের জীবনে ও পরিবারে কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু সময় পর্যালোচনা হতে পারে। এভাবে কুরআন ক্লাশের মাধ্যমে আমরা কুরআন বুঝা এবং কুরআনের জ্যোতিতে জীবন ও সমাজকে আলোকিত করার পথে এগিয়ে যেতে পারি।

তাই, আপনি যেই হোন, যেখানেই থাকুন, আপনার পরিমন্ডলে কুরআন ক্লাশ চালু করুন। আপনার বাসায়, প্রতিবেশীর বাসায়, বৈঠকখানায়, ক্লাবে, কর্মস্থলে, মসজিদে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেখানেই কুরআনের ব্যাপারে দু'চারজনকে আগ্রহী করতে পারেন, সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাশ চালু করে দিন। নিজে পরিচালনা করুন, অথবা আপনার চেয়ে অধিক জানা কাউকে পেলে তাঁকে দিয়ে পরিচালনা করুন।

আপনি যদি কুরআন ক্লাশ পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আপনার নাই বলে মনে করেন, তবে তাতেও অসুবিধা নেই। কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসীর নিয়ে বসুন, নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করুন এবং তার উপর সবাই মিলে আলোচনা করুন। সে অংশটুকুর তাৎপর্য ও শিক্ষা আলোচনা করুন। এভাবে ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক ক্লাশে আলোচনা করুন। নিয়মিত অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতেই কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসীর থাকলে ভালো হয়।

কুরআন ক্লাশে অংশ গ্রহণের জন্যে মানুষকে ডাকুন। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি, সহকর্মী, প্রতিবেশী এবং পরিচিতি অপরিচিত সবাইকে ডাকুন। অনুরোধ করুন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে, অন্তত যেদিন পারে

সেদিন অংশ নিতে। মহিলারা নিজেদের মধ্যে ক্লাশ চালু করুন অথবা পর্দার সাথে পুরুষদের সংগে বসুন। ছোটদেরকেও কুরআন ক্লাশে ডাকুন।

দরসুল কুরআনের ব্যবস্থা করুন

'দরসে কুরআন' মানে কুরআন শিক্ষাদান। এটি মূলত একটি পরিভাষা। এর প্রচলিত অর্থ হলো, কুরআন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট অংশের উপর শিক্ষা মূলক আলোচনা পেশ করা। তিনি আলোচনাকে এ ভাবে সাজিয়ে পেশ করবেন ঃ

প্রথমত ঃ নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াত করে শুনাবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ মাতৃভাষায় সে অংশের অর্থ বলবেন।

তৃতীয়ত ঃ উক্ত অংশের পটভূমি বা শানে নযূল আলোচনা করবেন। এ ক্ষেত্রে অংশটি যে সূরার অন্তরভুক্ত, সেটি নাযিলের সময়কাল এবং তার পটভূমিও সংক্ষেপে বলবেন। তবে প্রাসংগিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

চতুর্থত ঃ পটভূমির আলোকে আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন।

পঞ্চমত ঃ কুরআনের উক্ত বক্তব্যের সাথে নিজেদের বর্তমান জীবন ও সমাজের তুলনা মূলক আলোচনা করবেন। নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখবেন।

ষষ্ঠত ঃ আল্লাহর বাণীর আলোচ্য অংশে নিজেদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয় পাওয়া গেলো সেগুলো উল্লেখ (point out) করবেন।

সপ্তমত ঃ কুরআনি শিক্ষার আলোকে উপস্থিত সকলকে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানাবেন।

অষ্টমত ঃ শ্রোতাদের প্রাসংগিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সহজ ও যথার্থ জবাব দেবেন।

এই হলো দরসে কুরআন। যিনি দরস পেশ করেন তাকে 'মুদাররিস' বা শিক্ষক বলা হয়। দরসের ব্যবস্থা নিয়মিতও হতে পারে, অনিয়মিতও হতে পারে। আপনি নিজ পরিবার পরিজনের মধ্যে আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করে, কিংবা মসজিদে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো স্থানে দরসে কুরআন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। নিজের পক্ষে সম্ভব না হলে আপনি আয়োজন করুন এবং দরস পেশ করতে পারেন এমন কাউকে দাওয়াত দিয়ে দরসে কুরআন পেশের ব্যবস্থা করুন।

এভাবে যেসব স্থানে দরসের মাধ্যমে কিছু লোক কুরআনের ব্যাপারে উৎসাহী হবে তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাশ চালু করুন।

তফসীরুল কুরআনের অনুষ্ঠান করুন

'তফসীরুল কুরআন অনুষ্ঠান' বা 'তফসীর' কথাটি বাংলাদেশে সুপরিচিত। সাধারণত কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মাহফিলে

কুরআনের কোনো অংশের উপর তফসীর পেশ করেন। তফসীর মাহফিলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী পুরুষ সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে। তফসীর মাহফিল মাঠ, মসজিদ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং যে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান এর আয়োজন করতে পারে।

তাই, যেখানেই যাদের পক্ষে সম্ভব, স্থানীয় ভাবে উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপকভাবে তফসীর মহফিলের আয়োজন করা প্রয়োজন। তফসীর মহফিলের মাধ্যমে মানুষের মন যখন কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাদেরকে নিয়মিত কুরআন ক্লাশে শরীফ করাও সহজ।

কুরআন তিলাওয়াত শিখুন

আমাদের দেশে পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে অনেকেই ছোট বেলায় কুরআন পড়া শিখতে পারেন না। এটা মুসলমানদের জন্যে খুশির বিষয় নয়। ছোট বেলায় যাদের কুরআন পড়তে শিখার সুযোগ হয়নি। কিংবা পড়তে পারলেও শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না, তাদের একটি জরুরি কর্তব্য হলো, কুরআন পড়তে এবং বিশুদ্ধভাবে শিখার প্রতি মনোনিবেশ করা।

মনে রাখবেন, কুরআন আমাদের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও প্রভু মহান আল্লাহর বাণী। তিনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে এ কালাম অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এ কালাম পড়তে জানা এবং এর অর্থ ও মর্ম বুঝা দুটোই মুসলমানদের জন্যে অতীব জরুরি বিষয়। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

আজকাল সহজে ও স্বল্প সময়ে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখার বেশ ক'টি পদ্ধতি আবিস্কার হয়েছে। এসব পদ্ধতিতে সারাদেশেই কুরআন শিখাবার চেষ্টা চলছে। আপনিও এসব পদ্ধতির ক্লাশে শরীক হয়ে দ্রুত কুরআন পড়তে শিখে নিন। এসব পদ্ধতিতে অল্প সময়ে কুরআন পাঠ শিখানো হয়। এভাবে যদি শিখার সুযোগ না পান, তবে আপনার আশ পাশের কোনো আলেমকে অনুরোধ করে তাঁর কাছ থেকে শিখে নিন। মোট কথা, আপনি কুরআন তিলাওয়াত শিখার জন্যে নিজের মধ্যে পেরেশানী সৃষ্টি করুন।

লেখার অভ্যাস থাকলে লিখুন

মানুষের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ হলো, তিনি মানুষকে 'বলে' এবং 'লিখে' মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাইতো আল্লাহ পাক বলেন ঃ 'আল্লামাহুল বায়ান' অর্থাৎ-তিনি মানুষকে বলতে শিখিয়েছেন এবং 'আল্লামা বিল কলম-তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।'

যারাই আল্লাহর কালাম বা কালামের কিছু অংশ হলেও শিখেছেন, বুঝেছেন, তাদের কর্তব্য হলো নিজেরা তা মেনে চলবেন এবং অন্যদেরকেও তা শিখাবেন, বুঝাবেন এবং মেনে চলার জন্যে আহবান জানাবেন। মৌখিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করাতো সকলেরই দায়িত্ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে লেখার যোগ্যতাও দান করেছেন, এ দায়িত্ব পালনে কলম ধরাও তাদের কর্তব্য। তাই আপনি আপনার লেখার যোগ্যতাকে মানুষের কাছে আল্লাহর কালামের মর্মবাণী পৌঁছে দেবার জন্যে নিয়োজিত করুন। কলমের সাহায্যে মানুষকে আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য বুঝাবার চেষ্টা করুন। যারা আল কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয় তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর বাণীও সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং যারা তাঁর বাণী শিখবে এবং মানুষকে শিখাবে, মানুষের মাঝে তাঁর কালামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্ম নিয়োগ করবে, তারা যে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারেনা।

আপনি কলম ধরুন। কুরআনের উপর লিখুন। সহজ ভাষায় কুরআনের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরুন। কুরআনের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখুন। চিন্তা করুন, চিন্তা করলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে হাজারো বিষয়। মৌলিক মানবীয় গুণাবলী, নৈতিক চরিত্র, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, মানবাধিকার, সমাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বানিজ্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আন্দোলন, সংগঠন, আইন-আদালত, সরকার, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে আপনি দিক নির্দেশনা পাবেন আল কুরআনে। তাই কুরআনি আদর্শে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ সমাজ গড়ার উচ্চাকাংখা নিয়ে আপনি এসব বিষয়ে লিখে যান অবিরাম।

লেখার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রচার করে যান। কলম চালিয়ে যান। পত্র পত্রিকায় লিখুন। বই পুস্তক লিখে প্রকাশ করুন। লেখক হিসেবে কলমের সাহায্যে আল্লাহর কালামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হোন।

আসুন অংগীকার করি

এ যাবতকার আলোচনা থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মহান কালাম আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছি। তাই আসুন অংগীকার করি ঃ

১. আমরা আল্লাহর বাণী আল কুরআনের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান পোষণ করবো।

২. আমরা আল কুরআন শিখবো, বুঝবো এবং আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আজীবন যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

৩. নিজেদের জীবনে আল কুরআনকে মেনে চলবো এবং আল কুরআনের নির্দেশিত পথে ও পন্থায় জীবন যাপন করবো।

৪. অন্যদেরকে আল কুরআন শিখাবো ও বুঝাবো। আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজে আত্ম নিয়োগ করবো এবং কুরআনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেবো।

৫. মানুষকে আল কুরআনের নির্দেশিত পথে আসার এবং এর আদর্শ ও বিধি বিধানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার আহবান জানাবো।

৬. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিভাগে আল কুরআনের নির্দেশ ও হুকুম আহকাম বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

আসুন, আমরা আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের উপর অর্পিত এই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করি। আসুন, আমরা এগুলো পালনের অংগীকার করি। আল্লাহর কালামের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যে যদি আমরা অংগীকার করি এবং আল্লাহর সাহায্য চাই, তবে অবশ্যি সচেষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'যারা আমার পথে চলার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা করে, আমি অবিশ্যই আমার পথে চলতে তাদের সাহায্য করি।'- সূরা ২৯ আল আনকাবূত ঃ ৬৯

প্রিয় নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি এ দুটোকে শক্ত করে আকঁড়ে ধরো, তবে কখনো বিপথগামী হবেনা, হবেনা ধ্বংস। শুনো, সে দুটোর একটি হলো - আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

আসুন, আমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু আল কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি। আসুন, জানার জন্যে কুরআন পড়ি, বুঝার জন্যে কুরআন পড়ি, শিখার জন্যে কুরআন পড়ি। আসুন মানার জন্যে কুরআন পড়ি। বুঝাবার ও শিখাবার জন্যে কুরআন পড়ি, প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়ন করার জন্যে কুরআন পড়ি ঃ

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু (আল কুরআন) কে শক্ত করে আকঁড়ে ধরো এবং নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করোনা। সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১০

সমাপ্ত

First edition : October 1998 Price : Tk.10.00 (Ten) only.

এ বইয়ের ভূমিকা

আল কুরআন আত্মগঠনের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম এবং সাফল্য ও বিজয় লাভের মাস্টার কী (Master key)। এটা শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব ঘটনা। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস খুলে দেখুন। ৬১০ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হবার সূচনা থেকে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে আল কুরআন কতো যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষকে ইতিহাসের স্বর্ণ শিখরে মর্যাদাশীল করেছে! ইতিহাসের অন্তরালে অবস্থিত কতো যে কবিলা আর কওমকে বিশ্ব ইতিহাসের সোনালী পত্রে স্থান করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! এ কুরআন মেষ পালের রাখালদেরকে মানবেতিহাসের সেরা মানুষ রূপে গড়ে তুলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জোড়া সাম্রাজ্যের সম্রাট বানিয়ে দিয়েছে! কালো কুচকুচে ক্রীতদাসদের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করে অসীম সাহসী সেনাপতির পদে আসীন করে দিয়েছে! গোত্র প্রিয় বেদুঈনদেরকে মানবতা প্রিয় ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক, প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, বীর সেনানী ও কর্মবীর বানিয়ে দিয়েছে।

আল কুরআন ব্যক্তির আত্মগঠন ও সাফল্যের সিঁড়ি। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে বিকশিত করে উঠাতে পারেন সাফল্যের শিখরে। জাতীয়ভাবে গোটা জাতি কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে উন্নতির সর্বোচ্চাসনে। আল কুরআন সেরা ব্যক্তি, সেরা সমাজ ও সেরা জাতি নির্মাণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আসুন আমরা আল কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই জীবনের সাফল্য ও মুক্তির বিশ্বজয়ী মিনারের চূড়ায়। তারি জন্যে বলি আসুন ঃ

জানার জন্য কুরআন পড়ুন
মানার জন্য কুরআন পড়ুন।

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার হোসেন কর্তৃক ৪৪৭ গ্রীনওয়ে বড়মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ থেকে প্রকাশিত এবং আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড়মগবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৯৮, মূল্য ঃ ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র।